পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী



মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

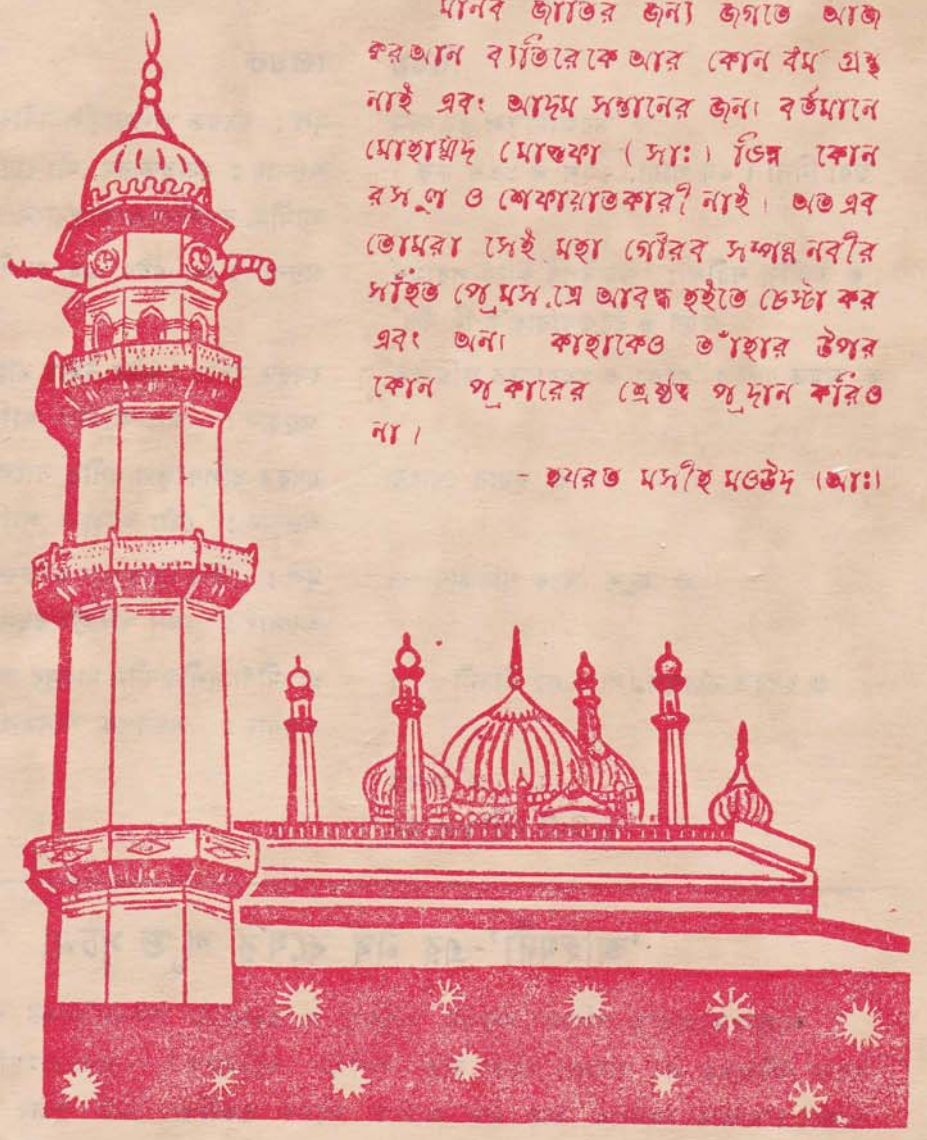

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা

৩১শে বৈশাখ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই মে ১৯৮২ ইং ॥ ১৯শে রজব ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫ ০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই মে ১৯৮২

৩৬শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

| বিষয় | লেখক | |
|---|---|---|
| * তরজামাতুল কুরআন<br>সূরা নিসা ( ৫ম পারা, ১২শ ও ১৩শ রুকু ) | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)<br>অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া | ১ |
| * হাদীস শরীফ : 'গুরুত্বপূর্ণ কার্যে পরামর্শ গ্রহণ ও ইস্তেখারাহ'র নির্দেশ' | অনুবাদ : এ. এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৩ |
| * অমৃত বাণী : 'সদকা ও খয়রাতের ফজিলত' | হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক | ৫ |
| * জুমার খোৎবা | হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক | ৭ |
| * ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ—৭ | মূল : স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান<br>অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান | ১০ |
| * হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী—১২ | ঃ মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)<br>অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান | ১৩ |
| * সংবাদ<br>তালিমী পরীক্ষার ফল | | ১৬ |

## 'আহমদী'-এর নব বর্ষের শুভ সূচনা

আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহ আশিস ও রহমতের ফলশ্রুতিতেই পাক্ষিক 'আহমদী' উহার জীবনের নব পর্যায়ে ৩৬শ বর্ষে পদার্পন করিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তার জন্য জানাই অশেষ শুকরিয়া এবং সুহৃদ পাঠক-পাঠিকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আর ইহার সহিত বিশেষভাবে তাহাদের সকলের দৃষ্টি আহমদী-এর প্রতি তাহাদের অধিকতর যথোপযুক্ত সহযোগিতার হাত বাড়াইবার বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। বর্তমানে সব জিনিসের মূল্যের উর্ধগতি কাহারও অজানা নয়। সুতরং প্রত্যেকেরই কর্তব্য আহমদীর চাঁদা রীতিমত পরিশোধ করা এবং অন্যান্য সকল দিক দিয়া ইহার সাহায্য করা। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য অবদান রাখার শক্তি ও সামর্থ্য দিন। আমীন।

( সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী )

بسم الله الرحمن الرحيم ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ۔ وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৬শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই মে ১৯৮২ ইং : ১৫ই হিজরত ১৩৬১ হিঃ শামসী

## সূরা নিসা

[ মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে ]

**৫ম পারা** **১২শ রুকু**

৮৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা মুনাফেকগণের বিষয়ে দুই দল হইয়াছ, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের কৃত কর্মের জন্য তাহাদিগকে উল্টাইয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন, আল্লাহ্ যাহাকেবিনষ্ট করিয়াছেন, তোমরা কি তাহাকে হেদায়তের পথে আনিবে ? আল্লাহ যাহাকে বিনষ্ট করেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ ( খুজিয়া ) পাইবে না।

৯০। তাহারা কামনা করে যে তোমরাও সেইরূপ কুফর কর যেরূপ তাহারা কুফর করিয়াছে এবং তাহারা ও তোমরা সমান হইয়া যাও, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না ; অতঃপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তাহাদিগকে ধর এবং যেখানেই তাহাদিগকে পাও হত্যা কর, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু বা সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করিও না।

৯১। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ( হয়তো ) এমন জাতির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত, যাহাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে, অথবা তাহারা এমন অবস্থায় তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় যে, তোমাদের সংগে অথবা স্বীয় জাতির সংগে যুদ্ধ করিতে তাহাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয় ; যদি আল্লাহ চাহিতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন, তখন তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত, সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে ( বাড়াবাড়ি করার ) পথ রাখেন নাই।

৯২। শীঘ্রই তোমরা এমন অন্য কতক লোক পাইবে, যাহারা তোমাদের সহিত শান্তিতে থাকিতে চায় এবং স্বীয় জাতির সহিতও শান্তিতে থাকিতে চায় ; যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখনই তাহাদিগকে উহাতে নিম্নমুখী করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় ; অতএব যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক না হয়

এবং তোমাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাবও পেশ না করে এবং তাহাদের হস্ত সমূহ ( তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ) সংযত না করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধর এবং যেখানেই তাহাদিগকে পাও হত্যা কর এবং এই সব লোক এমন যে আমরা তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে ( উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ) স্পষ্ট ক্ষমতা দান করিলাম।

**১৩শ রুকু**

৯৩। এবং কোন মোমেনের জন্য কোন মোমেনকে হত্যা করা মর্যাদাকর নহে এক মাত্র ভুল ব্যতিরেকে এবং কেহ ( অর্থাৎ কোন মোমেন ) ভুল বশতঃ কোন মোমেনকে হত্যা করিলে একজন মোমেন গোলাম আযাদ করিতে হইবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারীসগণকে রক্তপন আদায় করিতে হইবে, যদি না তাহারা উহা সদকা ( স্বরূপ ক্ষমা ) করিয়া দেয়, এবং সেই ( নিহত ) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু জাতির লোক হয় এবং মোমেন হয়, তাহা হইলে তাহাকে ( অর্থাৎ হত্যাকারীকে ) একজন মোমেন গোলাম আযাদ করিতে হইবে : এবং যদি সেই ( নিহত ) ব্যক্তি এমন একজাতির লোক হয় যাহাদের সহিত তোমাদের কোন চুক্তি আছে তাহা হইলে ( হত্যাকারীর পক্ষ হইতে ) তাহার (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির) ওয়ারিসগণকে রক্ত পণ দেওয়া বিধেয় এবং একজন মোমেন গোলাম আযাদ করাও বিধেয়। কিন্তু যে (সামর্থ) না পায় তাহাকে একাধিকক্রমে দুই মাস 'রোযা' রাখিতে হইবে। এই (নরম) ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ স্বরূপ, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

৯৪। এবং কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন মোমেনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি হইবে জাহান্নাম যাহাতে সে দীর্ঘকাল থাকিবে এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি নারায হইবেন এবং তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন এবং তাহার জন্য তিনি মহা আযাব প্রস্তুত রাখিবেন।

৯৫। হে মোমেনগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া লও এবং যে তোমাদিগকে সালাম বলে, তাহাকে বলিও না যে তুমি মোমেন নহ : তোমরা পার্থিব জীবনের উপকরণ চাহিতেছ? সুতরাং আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ রহিয়াছে। তোমরাও পূর্বে এইরূপ ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব তোমরা ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া লইও : তোমরা যাহা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ নিশ্চয় অবগত আছেন।

৯৬। মোমেনদের মধ্যে অক্ষম ব্যক্তিগণ ব্যতীত যাহারা ( নিষ্ক্রিয়ভাবে পিছনে ) বসিয়া থাকে এবং যাহারা আল্লাহর পথে আপন মাল ও জান দিয়া জেহাদ করে ( উভয়ে ) সমান হইতে পারে না। মাল ও জান দিয়া জেহাদকারীগণকে আল্লাহ ঐ সকল লোকের উপর মর্যদায় ফযিলত দিয়াছেন, যাহারা ( নিষ্ক্রিয় ভাবে পিছনে ) বসিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্ কল্যাণদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং যাহারা পিছনে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর আল্লাহ্ জিহাদকারীগণকে মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়া ফযিলত দিয়াছেন।

৯৭। ( যথা ) তাহার সন্নিধান হইতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও বিশেষ রহমত : এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বারবার করুণাকারী।

( ক্রমশঃ )

[ 'তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ]

# হাদিস শরীফ

## গুরুত্বপূর্ণ কার্যে পরামর্শ গ্রহণ ও ইস্তেখারাহ (মঙ্গল প্রার্থনা)র নির্দেশ

হযরত যাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'ইস্তেখারা' (মঙ্গল প্রার্থনা)-র নিয়ম এরূপ শিখাইতেন যেন কুরআন করীমের কোন অংশ শিখাইতেছেন। তিনি (সাঃ) ফরমাইতেন, "যখন তোমাদের কেহ গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন কার্যের সংকল্প কর, তখন দুই রাকাত নফল পড়িবে। শেষে দোয়া চাহিবে :

"আল্লাহ্ আমার! আমি তোমার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। তোমার নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতেছি। তোমার মহান অনুগ্রহের ভিক্ষারী আমি। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান। আমি শক্তিমান নই। তুমি সব কিছু জান। আমি জানি না। তুমি সর্বজ্ঞ। ওগো আমার আল্লাহ্, যদি তোমার জ্ঞানে আমার এই কাজ (কাজের নাম নিতে পার) আমার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থিব, অপার্থিব ও ধর্মীয় সব দিক হইতে এবং পরিণামের দিক হইতে ভাল" বা ফরমাইয়াছেন—যে বলিবে : "যদি আমার এখনকার প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিক হইতে আশীষপূর্ণ (বাবরকত) হয়, তবে এই কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও, তারপর আমার জন্য ইহাতে বরকত দাও। এবং যদি তোমার জ্ঞানে আমার ধর্মীয় এবং দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের দিক হইতে এবং পরিণামের দিক হইতে ক্ষতিকর, (বা ফরমাইয়াছিলেন) এখনকার প্রয়োজন বা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিক হইতে আমার জন্য অনিষ্টকর, তবে এই কাজ সংঘটিত হইতে দিওনা এবং ইহার অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর এবং আমার জন্য মঙ্গল—যেখানেই উহা থাকুক—নির্ধারণ কর এবং আমাকে তাহাতে প্রশান্তি দাও।

(বুখারী কেতাবুদ দাওয়াত, বাবু দোয়া ইন্দায্ ইস্তেখারাহ, ২: ৯৪৪ পৃঃ)

## নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত

হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়া পাঠাইয়াছেন, উহার তুলনা সেই বৃষ্টিবৎ, যাহা ভূমির উপর বর্ষিত হয়। ভূমির উৎকৃষ্ট অংশ এই বৃষ্টির ক্রিয়া গ্রহণ করে, ফসল ভাল হয়, ঘাস ও পল্লব খুব হয়। ভূমির অন্য একটি প্রকার এমন যে, যাহা পানি রোধ করে। তদ্বারা আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে এই পানি পান করে এবং তাহাদের ক্ষেত ভর্তি করে। ভূমির তৃতীয় আরো এক শ্রেণী আছে—চটান ও শুষ্ক। পানি ধারণ করিতে পারে না, ঘাস বা ফসল কিছুই জন্মায় না। এই দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন মানুষ এমন যে, ধর্ম বুঝিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে, তদ্বারা উপকৃত হয় এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে যাহা কিছু দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা স্বয়ং শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিখায়। চটান ভূমিবৎ ঐ ব্যক্তি যে হেদায়েত কি তাহা মাথা তুলিয়াও দেখে না,

ইহা নিয়া কোন চিন্তাও করে না এবং আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে যে ধর্ম-পথ দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা গ্রহণ করে না।"

(মুসলিম, কেতাবুল ফাযায়েল, বাবু বায়ানেল মাসালে মা বুয়েসা বেহিন নাবীয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিনাল হুদা ওয়াল ইলম, ২-২:৫৮ পৃঃ)

হযরত আবু মুসা আশ্‌য়ারী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: ভাল সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর তুলনা ঐ দুই ব্যক্তিবৎ যাহাদের একজন কস্তুরী (মৃগনাভী) বহণ করিতেছে অন্য ব্যক্তি হাপর চালক। কস্তুরী বাহক তোমাকে বিনামূল্যে সুগন্ধি দিবে। তুমি হয়ত খরিদও করিবে। নতুবা অন্ততঃ উহার সৌরভ তুমি গ্রহণ করিবে। হাপরওয়ালা হয়ত তোমার জামা কাপড় পোড়াইবে, বা দুর্গন্ধযুক্ত ধোয়া তোমাকে বিব্রত করিবে।

(মুসলিম কেতাবুল বির্রে ওয়াস সেলাতে, বাবু ইস্তেজাবু মায়া জালেসতেস সালেহীন, ২-২:২০৪ পৃঃ)

## প্রত্যেক ভাল কাজ ডান দিক হইতে আরম্ভ করার নির্দেশ

হযরত আবু হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন:

"যখন কোন ব্যক্তি জুতা পরিবে, তখন ডান পায়ে প্রথম পরিবে এবং জুতা খোলার সময়ে বাম পা হইতে প্রথম খুলিবে, যাহাতে প্রথমে এবং শেষেও ডান দিকের প্রতি খেয়াল থাকে। (বুখারী, কেতাবুল আদব, ২:৮৮০ পৃঃ)

## আগমন সম্বর্ধনা ও বিদায় সম্বর্ধনা

হযরত সায়েব বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন: যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমণ করিলেন, তখন মদিনাবাসী সানিয়াতুল বেদায় পর্যন্ত তাঁহার (সাঃ) সম্বর্ধনার্থে পৌঁছিয়া ছিলেন।" সায়েব (রাযিঃ) বলেন যে, তিনিও লোকের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তখন তিনি অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন সফর হইতে প্রত্যাগমণ করিতেন, তখন গৃহবাসী শিশুগণ পর্যন্ত তাঁহার সম্বর্ধনার্থে যাইতেন। একদা যখন তিনি সফর হইতে প্রত্যাগমণ করিলেন, তখন সর্বাগ্রে আমাকে তাঁহার (সাঃ) নিকট পাঠান হইল। তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন তারপর ফাতেমার (রাঃ) দুই পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হুসায়েনের (রাঃ) মধ্যে এক এক জনকে আনা হইল। তখন তিনি তাহাকেও তাঁহার পিছনে বসাইলেন। এইরূপে মদিনা মুনাউ-ওয়ারায় তিনি এমন শানের সহিত প্রবেশ করিলেন যে, এক উটে আমরা তিন আরোহী ছিলাম।" 'মুসনাদ আহমদ ১:২০৩ পৃঃ

{হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত}

অনুবাদ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর

# অমৃত বানী

## সদকা ও খয়রাতের ফজিলত

অতঃপর এই বিষয়ের উপরও চিন্তা কর যে, সদকা ও খয়রাত কেন প্রচলিত আছে, এবং প্রত্যেক কওমের মধ্যে ইহা কেন প্রবর্তিত আছে? মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বিপদ আপদের সময় সদকা দিতে চাহে এবং খয়রাত করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে খাসি দাও, কাপড় দাও, এটা দাও ওটা দাও। যদি ইহা দ্বারা বালামসিবত দূরীভূত না'ই হইত তাহা হইলে মানুষ এত কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া এইরূপ করে কেন? না—বালামসিবত অবশ্যই দূরীভূত হয়। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের মতৈক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত, এবং আমি একীন করিয়া জানি যে ইহা কেবল মুসলমানদেরই ধর্ম নহে বরং ইহুদী খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদেরও এইরূপ ধর্ম। আমার মতে ধরা পৃষ্ঠে কোন ব্যক্তি ইহার অস্বীকারী নহে। যখন এই কথা সত্য তখন পরিস্কার হইয়াগেল যে সেই এলাহী এরাদা (আযাবের প্রতিশ্রুতি—অনুবাদক) টলিয়া যায়।

ভবিষ্যদ্বাণী এবং এলাহী-এরাদার মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ নবীকে দেওয়া হয় কিন্তু ইলাহী এরাদার সম্বন্ধে কাহাকেও সংবাদ দেওয়া হয় না, উহা গোপন থাকে। যদি সেই এলাহী-এরাদা নবীর মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্গত হইয়া যায়। যদি ভবিষ্যদ্বাণী টলিতে না পারে তাহা হইলে এলাহী-এরাদাও সদকা ও খয়রাত দ্বারা টলিতে পারে না; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে ভুল। যেহেতু ভয়প্রদর্শকমূলক ভবিষ্যদ্বাণী টলিয়া যায় এইজন্যই তিনি ইরশাদ করিয়াছেন!

وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم

(যে হে লোক সকল! যদি সে সত্যবাদী হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সতর্কবাণী সে তোমাদিগকে শুনাইতেছে উহার কিয়দংশ তোমাদের উপর বর্তিবে—অনুবাদক)

এখন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা সাক্ষ্য দিতেছেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামেরও কিছু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী টলিয়াগিয়াছিল। যদি আমার কোন ভবিষ্যদ্বাণীর উপর এইরূপ আপত্তি করা হয়; তাহা হইলে তোমরা আমাকে ইহার উত্তর দাও। যদি তোমরা এই বিষয়ে আমাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার কর, তাহা হইলে আমাকে নহে বরং তোমরা আল্লাহতায়ালাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবে। আমি পরম দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে ইহা সকল আহলে সুন্নত জমাআত এবং গোটা বিশ্বের সর্বসম্মত বিশ্বাস যে বিনীত আর্তনাদের ফলে আযাবের ওয়াদা টলিয়া যায়। তোমরা কি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দৃষ্টান্তও ভুলিয়া গিয়াছ? হযরত ইউনুসের জাতির উপর হইতে আযাব টলিয়া গিয়াছিল, ইহার কি কারণ ছিল? তওরাত মনসুর ইত্যাদিকে দেখ। বাইবেলে ইউনা নবীর কিতাব

আছে উহাতে সেই আযাবের চূড়ান্ত ওয়াদা ছিল; কিন্তু ইউনুস ( আঃ )-এর জাতি আযাবের লক্ষণ দেখিয়া তওবা করিল এবং তাঁহার দিকে রুজু করিল; খোদাতয়োলা তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিলেন এবং আযাব টলিয়া গেল। এদিকে হযরত ইউনুস ( আঃ ) নির্দিষ্ট দিনে আযাবের অপেক্ষায়ছিলেন এবং লোকদের নিকট খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এক জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনাও নেনোওয়ার কি খবর? সে বলিল, খবর ভাল। তখন ইউনুস চিন্তায় আভিভূত হইয়া পড়িলেন, তিনি বলিলেন لن ارجع الى قومي كذابا যে আমি নিজের জাতির নিকট মিথ্যাবাদী হইয়া কখনও যাইব না।

এখন এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকার পর এবং কুরআন শরীফের অকাট্য সাক্ষ্যের উপস্থিতিতে আমার কোন এমন ভবিষ্যদ্বাণীর উপর, যাহা পূর্ব হইতেই শর্তসহ ছিল, আপত্তি করা তাকওয়ার পরিপন্থী। কোন মুত্তাকী ব্যক্তির পক্ষে চিন্তা ও বিবেচনা না করিয়া মুখ হইতে কথা বাহির করা এবং মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাওয়া আদৌ সমীচীন নহে।

হযরত ইউনুস ( আঃ )-এর কিচ্ছা অতি মর্মান্তিক ও শিক্ষা মূলক বিষয়: উহা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, উহা মনোযোগসহকারে পড়। এমন কি তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হইল এবং তিনি মাছের পেটে গেলেন, তখন যাইয়া তাহার তওবা কবুল হইল। ইউনুসের উপর এই শাস্তি ও ক্রোধ কেন বর্তিল? এইজন্য যে, তিনি খোদাতায়ালাকে এই বলিয়া ক্ষমতাবান মনে করিতেন না যে তিনি সতর্কবাণীকে টলাইয়াদিতে পারেন। তাহা হইলে তোমরা কেন আমার সম্বন্ধে জলদি করিতেছে? এবং আমাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করার জন্য সকল নবুওয়তকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতেছে! স্মরণ রাখিও, খোদাতায়ালার এক নাম গফুর ( পরম ক্ষমাশীল—অনুবাদক ) অতএব তিনি ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে কেন ক্ষমা করিবেন না?

( মলফুযাত ৮ খঃ ২৪৩ পৃঃ ) অনুবাদ: **মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক**

---

# জুমার খোৎবা

( ৯-এর পাতার পর )

দীনে ইসলামের উপর তাহাদিগকে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং তাহারা খোদার ক্রোধ ও প্রলয়কারী ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায়। খোদাতায়ালা তাহাদের উপর নিজ ফযল নাযেল করুন এবং আমাদিগকে আমাদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন এবং অমুসলমান জাতিগুলিকে নিজেদের মঙ্গল উপলব্ধি করার বিবেক দান করুন, আমীন।

খুৎবা ও নামাযে জুমআ আদায় করার পর হুজুর নিয়মানুযায়ী لا اله الا الله বাবরকত কালামের বিদ করিয়া এবং السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলিয়া তশরীফ লইয়া যান। ( দৈনিক আল ফযল, ১৬ই এপ্রিল ৮২ইং )

অনুবাদক—**আবদুল আজিজ সাদেক**

# জুমার খোৎবা

*১৯৬৭ইং সালের পর হুজুর আইয়াদাহুল্লাহতা'লার দ্বিতীয়বারের ঐতিহাসিক সতর্কবাণী, যাহা তিনি রাবওয়াস্থ মসজিদে আকসায় ১৬ই এপ্রিলের খুৎবায় উচ্চারণ করেন*

**বিশ্বের সকল জাতি যদি নিজেদের রব্বকে চিনিয়া না লয় তাহা হইলে তাহারা ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে।**

সেই ধ্বংস এত মারাত্মক হইবে যে বহু ভূখণ্ড হইতে প্রাণীজগৎ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

জামাতের বন্ধুগণ আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে মানব-জাতির রক্ষার জন্য সকাতরে দোয়া করুন।

হুজুর আইয়াদাহুল্লাহোতা'লা তাশাহুদ ও তায়াওয, এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর ইরশাদ করিয়াছেন :

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ان الله لا يحب المفسدين যে আল্লাহতায়ালা ফসাদ সৃষ্টিকারীগণকে পসন্দ করেন না, তাহাদিগকে স্নেহ-পেয়ার করেন না। ফসাদ সৃষ্টিকারীগণ সেই সকল সুসংবাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, যাহা আল্লাহতায়ালা স্নেহকারী-গণকে নিজের কুরআনী ওহীর মধ্যে প্রদান করিয়াছেন। আমি পূর্বেও বলিয়াছি আল্লাহতায়ালা নবী আকরাম (সাঃ) এর মাধ্যমে মোমেন ও কাফের উভয়কে সুসংবাদও দিয়াছেন এবং সতর্কবাণীও শুনাইয়াছেন। বর্তমান যুগে বিশ্বে মহা বিপর্যের সৃষ্টি হইয়াগিয়াছে ; মানব-জাতি নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছে। বস্তুতঃ এই সময়ে ভূমণ্ডল অতীব বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। যদি মানবজাতি নিজেদের সংশোধন না করে এবং তাহারা তাহাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি রুজু না করে তাহা হইলে এত ভয়াবহ ধ্বংস সংঘটিত হইবে যাহার কল্পনা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

হুজুর বলিয়াছেন আল্লাহতায়ালা ফসাদ বিস্তারের কারণ সমূহও বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা দূরীভূত করার উপায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন। কুরআনের পরিভাষায় হকমারাও ও যুলুম করাকে ফসাদ বলা হইয়াছে। এস্থলে হক দ্বারা কেবল ঐ হকই বুঝাইতেছে যাহা আল্লাহ-তায়ালা কায়েম করিয়াছেন। যদি মানুষ নিজের পক্ষ হইতে কোন হক কায়েম করিয়া লয় তাহা হইলে উহা দ্বারা সেই প্রকৃত হক বুঝাইবে না যাহা নষ্ট করিলে কেহ অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে। এইজন্য স্বয়ং আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক প্রাণীর জন্য তাহার হক নির্ধারিত করিয়াছেন এবং উহার সংরক্ষণেরও উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মানুষের হক ও সত্ত্বাধিকার হইল এই : আল্লাহতায়ালা মানুষকে যে সকল শক্তি ও যোগ্যতা দান করিয়াছেন

উহার লালন পালন এবং পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা এবং কোন রকমের বাধা উহাতে সৃষ্টি না করা, বা উহা কাড়িয়া না লওয়া!

যদি প্রত্যেক জাতি অপর জাতির হকও সত্বাধিকারসমূহ চিনিতে এবং পালন করিতে প্রস্তুত হইত তাহা হইলে একটি অতি সুন্দর আন্তর্জাতিক সমাবেশ সৃষ্টি হইত এবং ভূপৃষ্ঠে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করিত। এই উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আমাদিকে সেই সকল হকও সত্বাধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা দরকার যেগুলি খোদাতায়ালা কায়েম করিয়াছেন; অতঃপর উহা নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ সমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। হকও সত্বাধিকার অনেক উপায়েই নষ্ট করা হয়। তন্মধ্যে ইহা অন্যতম যে, হক ও সত্বাধিকার সম্বন্ধে পরিচয় ও জ্ঞান অর্জন না করা, যেমন কোন জামাত, দল বা ভূখণ্ড প্রথমতঃ হক চিনিলই না অথবা চিনিল, কিন্তু উহা পালন করিতে অবহেলা করিল, বেখেয়ালির কারণে অথবা সচেতন না থাকার কারণে অথবা স্মরণ না করানোর কারণে, অথবা এমন কোন সংবিধানও সংগঠন বিদ্যমান না থাকার কারণে যাহার তত্বাবধানে হকও সত্বাধিকার বুঝার মত অথবা বুঝাইবার মত লোক পয়দা হইতে পারে; এইরূপভাবে সেই জমাআত বা দল হক ও সত্বাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও উহা পালন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিল না।

আল্লাহতায়ালা ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদি কাহারও দ্বারা কোন ব্যক্তির অথবা মানবজাতির হক বিনাশ করা হয় তাহা হইলে উহার ফলে যে ফসাদ সৃষ্টি হইবে উহার প্রতিকার কিরূপ ভাবে করা যায়? এই প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তখন পরস্পরের মধে আলাপ আলোচনার পথ অবলম্ব করিতে হইবে এবং বিশ্বের সকল জাতিকে কাঁদের সঙ্গে কাঁদ মিলাইয়া বৈঠকে মিলিত হইতে হইবে এবং হক সমূহ প্রতিষ্ঠিত করার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া ফসাদ দূরীভূত করার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। এবং যদি কোন দেশ বা কয়েকটি দেশ হক ও সত্বাধিকার সমূহ বিনষ্ট করার জন্য জিদের বশবর্তী হইয়া পড়ে তখন বুদ্ধিমানদের কর্তব্য, তাহারা যেন হকও সত্বাধিকার কায়েম করার জন্য নিজেদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হয় সেই মুহূর্তে তাহারা যেন বন্ধুত্বকে কুরবান করিয়া ফেলে এবং জনশান্তি কায়েম করার জন্য শুধু বন্ধুত্বই নহে বরং জানমাল ও সন্তান-সন্ততিকেও কুরবান করিয়া ফেলে যেন জগতে শান্তি ও প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

হুজুর ইহাও বলিয়াছেন যে, হকও সত্বাধিকার পালন না করিলে যে ফসাদ পরিলক্ষিত হইবে উহার দুইটি পরিণামফল দাঁড়াইবে প্রথমতঃ এই জগতে অশান্তি সৃষ্টি হইবে, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর আদেশাবলী এবং শরীয়তের বিধানসমূহ ভঙ্গকারীগণ পরজীবনেও শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না, বরং তাহাদের ভাবী জীবন ইহ জীবন অপেক্ষা অধিক অশান্তিপূর্ণ হইবে এবং তাহারা খোদার মহব্বত হইতে বঞ্চিত, শান্তি ও স্বস্তি হইতে রিক্তহস্ত এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হইয়া জাহান্নমের ইন্ধন হইবে।

হুজুর বলিয়াছেন, এই জন্য আমি আজকে একদিকে জমাআতে আহমদীয়াকে এই বলিতে চাই যে মানবজাতির কল্যানার্থে আল্লাহতায়ালার দরবারে আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ-

তায়ালা আমাদের সবিনয় আবেদন গ্রহণ পূর্বক মানবজাতিকে বুদ্ধি বিবেক দান করুন যাহাতে তাহারা মঙ্গলামঙ্গলের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে।

হুজুর বলিয়াছেন, আমি অপর দিকে বিশ্বের সকল জাতিকে পুনরায় সতর্ক করিতে চাই যেরূপভাবে ১৯৬৭ইং সনে ইংল্যাণ্ডে পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছিলাম যে তোমরা সকল জাতি, যাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ ভদ্রও ও উন্নত, যদি নিজেদের সৃষ্টিকর্তা রব্বের নিকট ফিরিয়া না আস তাহা হইলে এমন প্রলয়কারী ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে যাহার সতর্কবাণী কুরআন করীম, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং উম্মতে মুসলেমার বুজুর্গগণ উচ্চারণ করিয়াছেন, এমনই ভয়াবহ ধ্বংস লীলা উহা, যাহার ফলে অঞ্চলের পর অঞ্চল এমনভাবে বিরান হইয়া যাইবে সেখান থেকে প্রাণীজগৎ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, অর্থাৎ শুধু মানুষই মরিবে না বরং কোন পশু, ভূচর-খেচরও বাঁচিবে না, কোন প্রকার ব্যাকটীরিয়াও ভাইরাস পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না; এবং বৃক্ষলতা ও উদ্ভিদ জাতীয় কোন বস্তুত রক্ষা পাইবে না। এইরূপ ধ্বংসলীলার সম্বন্ধে হযরত আকদাস ( মসীহ মওউদ— ) আঃ ও বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী জোরদার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের আলোতে উহার দলিল গ্রহণ করিয়াছেন।

হুজুর বলিয়াছেন, এই সকল লোকও জানে যে, তাহারা বিপদের সম্মুখীন। ১৯৬৭ইং সনে যখন আমি ইউরোপবাসীগণকে একটি মজলিসে এই জোরদার সতর্কমূলক ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইলাম তখন ( বন্ধুগণ পরে আমাকে জানাইলেন ) হযরত সাহেবের প্রথম বাক্য শুনিয়াই একজন নাস্তিকের মুখ বিস্ময়ে খুলিয়া গেল, এবং পরবর্তী মুহূর্তে আরও কথা শুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাহার মুখ খানা হা করিয়া খুলিয়াই থাকিল। বস্তুতঃ সেই সতর্কবাণীর প্রত্যেকটি বাক্যই আলোড়ন সৃষ্টি কারী।

হুজুর বলিয়াছেন, ১৯৬৭ সনের পর আজ প্রায় ১৪-১৫ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন যখন পরিস্থিতি খারাপ হইয়া গিয়াছে, বই বিক্রয়কারী দোকান্দারগণ পুনরায় চাহিদা জানাইল যে সেই সতর্কবাণী পুনরায় সরবরাহ করা হউক, এখন আবার উহার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে।

হুজুর বলিয়াছেন সেই সকল লোকদিগকে আজ পুনরায় সতর্ক করার সঙ্গে সঙ্গে জমাআতে আহমদীয়ার বন্ধুগণকেও আমি পুনরায় তলকীন করিতেছি, তাহারা যেন তাহাদের জন্য দোয়া করেন যাহাতে তাহারা নিজেদের সংশোধন করিয়া লয়; এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে সেই জয্‌বা ( প্রেরণা ) সঞ্চয় করে যাহাতে যে রব্ব তাহাদিগকে নিজের প্রিয় বান্দা হওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা হইতে তাহারা দূরে সরিয়াগিয়াছে, সেই মেহরবান খোদা তাহাদের উপর মেহেরবাণী করেন এবং ইসলাম যে সরল সোজা পথ মানবজাতির সম্মুখে পেশ করিয়াছে যাহাকে "মানবতার সৌন্দর্য্য অর্জনের শাশ্বত পথ" ও বলা যাইতে পারে, উহার উপর অর্থাৎ

( ৬-এর পাতায় দেখুন )

# ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ

## স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান

প্রণীত 'Deliverance From the Cross' পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭ )

"সকলেরই এক খোদা এবং পিতা, যিনি সকলের উপর এবং সকলের মাধ্যমে এবং তোমাদের সকলের মধ্যে বিরাজমান। ( Ephisious 4:6 )

খোদা এবং যীশুর মধ্যস্থিত পার্থক্য সম্বন্ধে যীশুর শিষ্যবর্গ এবং প্রথম যুগের খৃষ্টানদের মধ্যে সম্যক ধারণা ছিল। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো প্রনিধান যোগ্য।

"কারণ আমরা খৎনাকারী, আমরা খোদাকে মনে-প্রানে উপাসনা করি এবং যীশু খৃষ্টের জন্য আনন্দ করি। এবং মাংসের উপর আমাদের কোন আস্থা নেই।" ( Phil ৩:৩ )

"কিন্তু আমাদের জন্য এক মাত্র খোদা রয়েছেন যিনি পিতা এবং যার থেকে সকল জিনিসের উৎপত্তি এবং আমরা তারই মধ্যে ; এবং এক প্রভু যীশু খৃষ্ট যার দ্বারা সকল জিনিস এবং আমরা তার দ্বারা।

যীশু নিজেও সুস্পষ্টভাবে এই পার্থকাটিকে ব্যক্ত করে গেছেন এবং একমাত্র খোদার প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন, যিনি তারও খোদা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন : "আমার ভাইদের কাছে যাও, এবং তাদের বলো, আমি আমার পিতার দিকে যাচ্ছি যিনি তোমাদের পিতা এবং আমার খোদার দিকে। এবং তোমাদের খোদার দিকে।"

( যোহন, ২০:১৭ )।

যীশুর মনে খোদার একত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নক্ত উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন :

"একজন লিপিকার আসলো· ···এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো সব কিছুর মধ্যে কোনটি সর্ব প্রথম আদেশ ? এবং তখনকার যীশু তাকে জবাব দিলেন, সকল আদেশের মধ্যে সর্ব প্রথম আদেশ হলো : হে ইস্রায়েল, শ্রবণ করো, প্রভু আমাদের খোদা অদ্বিতীয় প্রভু : এবং তুমি প্রভুকে, যিনি আমার খোদা তাকে সম্পূর্ণ আত্মা দিয়ে মনে-প্রানে ভালবাসবে, সব শক্তি দিয়ে ভালবাসবে : এটাই সর্ব প্রথম আদেশ····· এবং লিপিকার তাঁকে বললো, ভাল, প্রভু—আপনি সত্য বলেছেন : কারণ শুধু এক খোদা আছেন ; এবং তিনি ব্যতিত আর কেহ ( খোদা ) নাই।" ( মার্ক ১২:২৯-৩০,৩২ )।

"একমাত্র খোদাই অমর অবিনশ্বর : তিনি মহা-মহিমান্বিত এবং সর্বশক্তিমান, প্রভুদের মহাপ্রভু ; একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর, তিনি সেই আলোকে বাস করেন যার কাছে কেউ যেতে সক্ষম নয় ; যাঁকে কোন মানুষ দেখে নাই, দেখতেও পারে না : যিনি সকল সম্মানের এবং চিরস্থায়ী শক্তির আধার।" ( Tim 6 : 15-6 )

ত্রিত্ববাদী মতবাদ স্বাভাবিক কারণেই সংশ্লিষ্ট সবদিক দিয়ে তিনজন খোদারই পূর্ণ সমতার ধারনা ব্যক্ত করে। কেননা, যদি কোন বিষয়ে তিন খোদার মধ্যে কোন অসমতা থাকতো তাহ'লে এর দ্বারা অন্য দুই খোদার উপর তৃতীয় খোদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতো, অথবা তৃতীয় খোদার উপর প্রথম ও দ্বিতীয় খোদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতো। এর ফলে প্রথমজন অথবা অন্য দুজন খোদা যার বা যাদের মধ্যে সমতার অভাব রয়েছে, তিনি খোদা নামে অভিহিত হতে পারেন না। যে খোদা অন্য দুই খোদার চেয়ে শ্রেষ্ঠতম তিনি অপর দুইজন সহ সারা বিশ্ব জগতেরই খোদা। বাইবেল এবং ইপিসেল হতে একজন সাধারন পাঠকও একথা বুঝতে সক্ষম যে, কোন কোন উৎকৃষ্ট গুণাবলীর একমাত্র পিতাই দাবীদার এবং ঐ সকল গুণের দাবী যীশু কখনই করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সত্যিকার অর্থে একমাত্র খোদাই সম্মানের মূল উৎস যেভাবে বলা হয়েছে: কিভাবে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো, যারা একে অন্যের সম্মান যাচনা করে এবং সেই সম্মানের অনুসন্ধান করে না যে সম্মান একমাত্র খোদার তরফ থেকেই উৎসারিত।" (যোহন, ৫:৪৪)। একথার সমর্থন পবিত্র কুরআনেও রয়েছে: "যে কেউ সম্মান চায় সে যেন ভেবে দেখে যে সকল সম্মানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।" (সুরা ফাতির: ১১)।

একমাত্র খোদাতায়ালাই সকল পবিত্রতার অধিকারী। তাই বাইবেলে বলা হইয়াছে: "এবং দেখো এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললো, মহান প্রভু কোন ভাল কাজ করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো? তখন তিনি তাকে জবাব দিলেন, তুমি আমাকে মহান বলে অভিহিত করছো কেন? একমাত্র একটি অস্তিত্ব তথা খোদা ব্যতীত আর কোন মহান অস্তিত্ব নাই: কিন্তু যদি তুমি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তবে আদেশ সমূহ অনুসরণ করো।" (মথি, ১৯:১৬-১৭)।

যীশু কখনই একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী হওয়ার দাবী করেন নাই। যখন ফেবেদী নামক জনৈকা মহিলা এই মর্মে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলো যে তার দুই পুত্রের একজন তার ডান হাতে এবং অন্যজন তার বাম হাতে বসতে পারে, তখন তার জবাব ছিল: আমার ডান হাতে বসা অথবা বাম হাতে বসার অধিকার দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু এই অধিকার তাদেরই দেওয়া হবে যাদের জন্য আমার পিতা ইহা তৈরী করেছেন" (মথি, ২০:৩৩)।

যীশুর জ্ঞান খোদার জ্ঞানের সঙ্গে সহব্যাপ্ত ছিল না। তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দিন ক্ষণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কতকগুলো নিদর্শনের কথা বলার পর বলেন: সেই দিন এবং সেই সময় সম্বন্ধে কোন মানুষ জানে না, স্বর্গের কোন ফেরেস্তাও জানে না, পুত্রও জানে না—একমাত্র পিতা ব্যতীত।" (মার্ক, ১৩:৩২)।

পবিত্র কুরআন দৃঢ়রূপে ঘোষণা করেছে যে, খোদার জ্ঞান আসমান ও যমীনের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান খোদা তাকে যতখানি দান করেন তার মধ্যে সীমিত। তাই পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে: "তিনি সবকিছুই জানেন—যা তাদের পশ্চাতে

রয়েছে এবং যা তাদের সামনে রয়েছে এবং তারা তাঁর জ্ঞানকে পরিবেষ্টিত করতে পারে না —যতটুকু তিনি অনুমতি দেন তা ব্যতিরেকে। তাঁর মহা জ্ঞান আসমান সমূহ এবং পৃথিবী-ব্যাপী পরিব্যাপ্ত এবং এগুলির রক্ষণাবেক্ষন তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ, অতি মহান। ( সুরা বাকারা : ২৫৬ )।

স্পষ্টতঃ শুধু খোদার সঙ্গেই যীশুর সমতার অভাব নেই, ত্রিত্ববাদের তৃতীয় খোদা তথা 'পবিত্র আত্মা' বা Holy ghost-এর সঙ্গেও সমতার প্রশ্নটি অবান্তর। কারণ যীশু বলেছেন : "যেহেতু আমি তোমাদেরকে বলি, সকল প্রকার পাপ এবং ঈশ্বর-নিন্দার জন্য মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে : কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দাবাদের জন্য মানুষকে ক্ষমা করা হবে না। এবং যে কেউ মনুষ্য-পুত্রের বিরুদ্ধে বলে তাকে ক্ষমা করা হবে ; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে বলে তাকে এই জগতেই হোক আর পর জগতেই হোক, ক্ষমা করা হবে না।" ( মথি, ১২:৩১-৩২ )।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো, সকল প্রার্থনা খোদার সমীপেই নিবেদন করতে হবে তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল সত্যিকার প্রার্থনা নিবেদিত। তাকে ব্যতীত যাদের কাছে তারা ( কাফেরগণ ) প্রার্থনা জানায়, তারা তাদের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না।"

যীশুর প্রার্থনার অভ্যাস ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ : তিনি নির্জন স্থানে গেলেন এবং প্রার্থনা করলেন" ( লুক, ৫:১৬ )।" তিনি পিটার যোহন এবং যেমসকে নিয়ে প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে পর্বতে উঠলেন ( লুক, ৯:২৮ )। "এবং তোমরা যা কিছুই প্রার্থনার মধ্যে চাওনা কেন, তোমরা তা পাবে" ( মথি ২১:২২ )। যখন তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করছিলেন সেই সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল, যখন তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু 'জন' ( হযরত ইয়াহিয়া আঃ ) যেভাবে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন, সেভাবে আপনিও আমাদের শিক্ষা দিন। তিনি জবাবে বললেন, যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন বলো আমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন, আপনার নাম ধন্য হোক.....
( লুক১১:১-২ )

( ক্রমশঃ )

অনুবাদ—**মোঃ খলিলুর রহমান**

---

## শোক সংবাদ

গত ৪-৫-৮২ তারিখে বিকাল ৩-৪৫ মিঃ সময় নাসিরাবাদ, জামাতের সেক্রেটারী জনাব মোঃ আব্দুস সাদেক সাহেবের স্ত্রী উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া কুষ্টিয়াতে মরহুমার পিতার বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না.....রাজেউন। মৃত্যুকালে এক ছেলে এবং ৪ শিশু কন্যা রাখিয়া যান। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট মরহুমার রূহের মাগফেরাতের ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের এবং নাবালক শিশুদের ধৈর্য্য ধারণ ও লালন পালনের জন্য খাস ভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে। মরহুমার লাশ কুষ্টিয়া হইতে নাসেরাবাদে নীত হইয়া তার স্বামীর বাস ভবনে পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। মরহুমা একজন মুখলেস আহমদী ছিলেন। ( —**শওকত আলী**, প্রেসিডেন্ট, নাসিরাবাদ জামাত, কুষ্টিয়া )

# হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

( পূর্ব প্রকাশিতে পর—১২ )

## আবিসিনিয়ায় হযরত

মক্কাবাসীগণের অত্যাচার চরমে পৌছিলে হযরত মুহাম্মাদ ( সাঃ ) একদিন তাঁহার সাহাবাগণকে বলিলেন, "পশ্চিম দিকে সমুদ্রের তীরে একটি দেশ আছে যেখানে আল্লাহতায়ালার এবাদত করিবার জন্য অত্যাচার করা হয় না এবং ধর্ম পরিত্যাগ করিলে হত্যা করা হয় না। সেই দেশের রাজা ন্যায় পরায়ণ। আপনারা সেখানে চলিয়া যান। সেই দেশে হয়ত আপনারা শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবেন।" মহানবী ( সাঃ )-এর কথামত কতিপয় মুসলমান পুরুষ, নারীও ছেলেমেয়ে আবিসিনিয়া গমন করেন। কিন্তু তাহাদের মক্কা হইতে চলিয়া যাওয়া কোন সাধারন ঘটনা ছিল না। মক্কাবাসীগণ নিজদিগকে খানা কাবার হেফাজতকারী মনে করিত। ফলে মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া তাহাদের জন্য এতই বেদনাদায়ক ব্যাপার ছিল যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে ব্যক্তির দুনিয়ার অন্য কোথাও আশ্রয় নাই। কেবলমাত্র তিনিই তাঁহাদের মনো ব্যথা বুঝিতে পারিবে না। উপরন্তু তাঁহাদিগকে চোরের মত সংগোপনে দেশ ত্যাগ করিতে হয়। কারণ তাঁহারা জানিত যে মক্কাবাসীগণ যদি তাঁহাদের হিজরতের কথা জানিতে পারে. তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদিগকে মক্কা হইতে যাইতে দিবে না। সেইজন্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের নিকট হইতে বিদায় না লইয়া রওয়ানা হইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের হিজরত এতই বেদনাদায়ক ছিল যে এমনকি যাঁহারা তাহাদিগকে যাইতে দেখিয়াছিল তাঁহারাও তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত না হইয়া পারে নাই! বস্তুতঃ যখন এই কাফেলা রওয়ানা হইতে ছিল তখন হযরত উমর ( রাঃ ) এর সঙ্গে ঘটনাচক্রে এই কাফেলার কাহারও কাহারও সাক্ষাৎ হইয়া যায়। হযরত উমর ( রাঃ ) তখনও অবিশ্বাসী ও ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন এবং মুসলমানদিগকে দুঃখ কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। হযরত উমর ( রাঃ )-এর সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে উম্মে আবদুল্লাহ নাম্নী এক সাহাবীও ছিলেন। বাঁধা আসবাব পত্র ও যাত্রার জন্য প্রস্তুত উট দেখিয়া হযরত উমর ( রাঃ ) বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিলেন. উম্মে আবদুল্লাহ মনে হয় আপনারা কোথাও চলিয়া যাইতেছেন। উম্মে আবদুল্লা উত্তরে বলিলেন, "হাঁ খোদার কসম আমরা অন্য কোন দেশে চলিয়া যাইব। কারণ আপনারা আমাদের দুঃখ কষ্ট দিয়াছেন এবং আমাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। যে পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা এমন অবস্থার সৃষ্টি না করেন যাহাতে আমরা শান্তিতে বসবাস করিতে পারি আমরা দেশে ফিরিয়া আসিব না।" উত্তরে হযরত উমর ( রাঃ )-এর কণ্ঠস্বরের মধ্যে কান্নার ভাবছিল যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। তিনি দ্রুত তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার ফলে হযরত উমর

( রাঃ )-এর মন খুবই বিষন্ন হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক তাঁহাদের হিজরতের খবর মক্কাবাসীগণের নিকট পৌছিলে তাহারা কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌছিল। কিন্তু সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই ঐ কাফেলা আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হইয়াগিয়াছিল। মক্কাবাসীগণ যখন এই ঘটনা জানিতে পারিল তখন তাহারা আবিসিনিয়ার বাদশাহের নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যাহারা বাদশাহকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে এবং তাঁহাদিগকে মক্কাবাসীগণের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিবে যাহাতে তাহারা মুসলমানদের এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে পারে যে কেন তাহারা শহরবাসীগণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মক্কা হইতে পালাইয়া গেল। এই প্রতিনিধিদলের মধ্যে আমর-বিন-আল-আসও ছিলেন যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মিশর জয় করেন। মক্কাবাসীগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়া গেল ও বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার সভাসদদের খুবই উত্তেজিত করিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বাদশাহের হৃদয় মজবুত করিয়া দিয়াছিলেন। মক্কাবাসীগণেরও বাদশাহের সভাসদদের প্ররোচনা সত্বেও তিনি মুসলমানদিগকে অবিশ্বাসীগণের হস্তে অর্পন করিতে অস্বীকার করিলেন।

এই প্রতিনিধিদল বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে মক্কাবাসীগণ এই সকল মুসলমানদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল। আবিসিনিয়ায় গমনকারী কোন কোন কাফেলার নিকট তাহারা এই সংবাদ রটাইয়া দিল যে মক্কার সমস্ত লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ আবিসিনিয়ায় পৌঁছিলে অধিকংশ মুসলমান সানন্দে মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মক্কায় আসিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, এই সংবাদ কেবল মাত্র অসৎ উদ্দেশ্যে রটনা করা হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে কোন সত্যতা নাই। অতঃপর কিছু লোক আবিসিনিয়ায় ফিরিয়া গেলেন এবং কিছু লোক মক্কাতেই রহিয়া গেলেন। উসমান-বিন-মাগুন নামে এক ব্যক্তিও মক্কায় রহিয়া গেলেন। তিনি মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় সর্দারের পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার বন্ধু ওয়ালিদ-বিন-মুফিয়ার আশ্রয় লাভ করেন। এবং মক্কায় শান্তিতে বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে অন্যান্য মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হইতেছে এবং তাঁহাদিগকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। উসমান ( রাঃ ) ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুবক ছিলেন। তিনি ওয়ালিদের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "আমি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেছি; কারণ আমি চাই না যে অন্যান্য মুসলমান দুঃখ-কষ্ট সহ্য করুক এবং আমি আরামে দিন কাটাই।" ফলে ওয়ালিদ ঘোষণা করিয়া দিলেন, "এখন উসমান (রাঃ) আর আমার আশ্রিত নয়!

লাবিদ আরবের একজন নামজাদা কবি ছিলেন। একদিন তিনি মক্কার সর্দারগণের মধ্যে বসিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন। তিনি কবিতার একটি লাইন আবৃত্তি করেন

যাহার অর্থ প্রত্যেক নেয়ামত শেষ পর্যন্ত নিরশেষ হইয়া যাইবে।' ইহা শুনিয়া উসমান রাঃ বলিয়া উঠিলেন, ":ইহা ভুল। বেহেস্তের নেয়ামত কখনও নিরশেষ হইবে না।" লাবিদ একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। এই উত্তর শুনিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন হে কুরাইশ বংশের লোক, আপনাদের অতিথিকে তো পূর্বে এভাবে অপমান করা হইত না। এই নূতন রীতি কখন হইতে শুরু হইয়াছে? ইহাতে অপর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, : সে নির্বোধ। তাঁর কথায় কর্ণপাত করিবেন না।" হযরত উসমান রাঃ নিজের বক্তব্যে অটল রহিলেন এবং বলিলেন "নির্বুদ্ধিতার কি আছে? আমি যে কথা বলিয়াছি তাহা সত্য।" তখন ঐব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলেন এবং সজোরে উসমান রাঃ-এর মুখে ঘুসি মারিলেন ফলে তাঁহার একটি চক্ষু বাহির হইয়া যায়। ওয়ালিদ ও উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। উসমান রাঃ-এর পিতার সহিত তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার মৃত বন্ধু পুত্রের এহেন অবস্থা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু উসমান রাঃ তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মক্কার প্রথা অনুযায়ী তিনি আর উসমান রাঃ-কে সাহায্য করিতে পারেন না। এইজন্য অন্য কিছু করিতে না পারিয়া অতি দুঃখে উসমান রাঃ কে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন "হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র, খোদার কসম, যখন তুমি এক শক্তিশালী আশ্রয়ে ছিলে অর্থাৎ আমার আশ্রয়ে ছিলে তখন তুমি তোমার চক্ষুকে এই পরিণতি হইতে রক্ষা করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি নিজেই এই আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছ যার ফলে আমাকে এমন ঘটনা দেখিতে হইল। উসমান উত্তরে বলিলে "আজ আমার যে পরিণতি হইয়াছে আমি তাহাই কামনা করিয়াছিলাম। আমার যে চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে আপনি তাহার জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। কিন্তু আমার ভাল চক্ষুটিও এই জন্য ব্যাকুল যে, অন্য চক্ষুটির যে পরিণতি আমারও সেই পরিণতি হইতেছেনা কেন।" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমার আদর্শ। যখন স্বয়ং তিনি অত্যাচার সহ্য করিতেছেন তখন আমিও অত্যাচার সহ্য করিব না কেন? আমার জন্য আল্লাহতায়ালার সাহায্যই যথেষ্ট।"

মূল : **হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ**
অনুবাদ : **অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

---

# শুভ বিবাহ

মিরপুর (পল্লবী) ঢাকা নিবাসী জনাব এম, আবদুল্লাহ সাহেবের পুত্র জনাব ওমর রেজা আবদুল্লাহর শুভ বিবাহ তেজগাঁও-ঢাকা নিবাসী মরহুম জনাব শামশুর রহমান সাহেব, (বি-এ, এল, এল-বি (লণ্ডন) বার-এট-ল)-এর কনিষ্ঠ কন্যা সাঈদা পারভীনের সহিত ৯৯০১ (নয় হাজার নয় শত এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে বিগত ৭।৪।৮২ইং বাদ জুমা দারুত তবলীগ-ঢাকা মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর খেদমতে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

# সংবাদ

## তালিমী পরীক্ষার ফল

বিগত বছরের আগষ্ট/সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত তালিমী পরীক্ষায় যাঁহারা পাশ করিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে প্রকাশ করা হইল। পরীক্ষায় মোট নম্বর = ১০০ এবং পাশ নম্বর = ৪০%। প্রাপ্ত নম্বর নামের পার্শ্বে দেওয়া হইল।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত :**

আনসার : ১। শেখ আবদুল আলী (৯১)। খোদ্দাম : ১। মোস্তাক আহমদ খন্দকার (৯২) ২। মোঃ সুলেমান, মৌড়াইল (৮৯), ৩। এস, এম, মোশারফ (৮৩), ৪। আবদুল আজহার মাসুদ, মৌড়াইল (৮৩), ৫। এম, ভি, আবদুল হাদী (৭৮), ৬। মোঃ আনোয়ার কামাল (৭০), ৭। মাসুদ আহমদ (৬৭), ৮। নুর আহমদ (৫৫), ৯। মঞ্জুর হোসেন (৫০), ১০। তারেক আহমদ চৌধুরী (৪৭), ১১। শফীউল আলম বরকত (৪২)। আতফাল : মোঃ জুবায়ের আহমদ (৬৪), ২। মোঃ নুরুল হুদা (৬২), ৩। মজিদ আহমদ (৬০), ৪। মিন্টু (৫৮), ৫। আমীর মোহাম্মদ খান (৪৭), ৬। জাফর আহমদ (৪৯)। লাজনা ইমাউল্লাহ : ১। খালেদা ইয়াসমিন [ডেইজী] (৯০), ২। করিমাতুন্নেছা (৮২), ৩। আঞ্জুমানারা বেগম (৬৬)। নাসেরাত : ১। ফাতেমা বেগম (৭৮), ২। ইয়াসমীন আখতার খানম (৫৯) ৩। সায়েদা বেগম (৫১), ৪। ছাবেকুন্নাহার (৪৯), ৫। মাহমুদা খাতুন [পাবনা] (৪৪), ৬। শাহনাজ আখতার (৪৩), ৭। ঝরনা খাতুন (৪০)।

**সাহবাজপুর জামাত :**

খোদ্দাম : ১। মোঃ জাকারিয়া (৫৯)। লালনা : ১। সনজিদা জাহান রোজী (৬৭), ২। জাহানারা বেগম (৫৪)। আতফাল : কামরুল আহসান (৫৮)।

**হুসনাবাদ জামাত :**

খোদ্দাম : ১। মোঃ মোজাম্মেল হক (৭৪), আতফাল : ১। আনিস মিয়া ওরফে লেবেল (৬০), ২। মোঃ লাল মিয়া (৫৬)।

**ঢাকা জামাত :**

খোদ্দাম : ১। এস, এম, ফয়জুল হক (৬৭), ২। মোঃ আজহার উদ্দীন খন্দকার ৬১), ৩। নাজমুল হক (৬১)। লাজনা : ১। আরজিনা বেগম (৮০), ২। আশরাফুন নাহার (৮০), ৩। মালেকা পারভীন (৭৫)। আতফাল : ১। আহমদ ওবায়দুস সাত্তার (৬৯),

২। আহমদ ওবায়দুস সামী (৬৭), ৩। শামসোদ্দোহা করীম (৪৩), ৪। আহমদ ওবায়দুর রব (৪১), ৫। আকবর হোসেন (৪০)।

**কুষ্টিয়া জামাত ঃ**

আনসার ঃ ১। মোঃ শওকত আলী (৭৫)। খোদ্দাম ঃ ১। মোঃ আবদুস সাদেক (৬৩) ২। মোঃ মিজানুর রহমান (৬৩)। আতফাল ঃ ১। এনাম আহমদ (৬৪), ২। মোঃ মমিনুর রহমান (৬০)।

**ধানীখোলা জামাত ঃ**

খোদ্দাম ঃ ১। মোঃ আমিনুল ইসলাম (৭২), ২। মোঃ তোজাম্মেল হোসেন (৫৪), ৩। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (৪০)।

**খড়মপুর জামাত ঃ**

খোদ্দাম ঃ ১। মোঃ ইয়াহইয়া লস্কর (৭৪),

**তেবাড়ীয়া জামাত** (নাটোর) **ঃ**

খোদ্দাম ঃ ১। মোঃ আবদুর রাজ্জাক (৯০), ২। মোঃ ইসমাইল হোসেন (৬৩), ৩। মোঃ জিল্লুর রহমান ৪০)। আতফাল ঃ ১। মোঃ জাফরুল ইসলাম (৫৬), ২। মোঃ ফারুক আহমদ (৪১)।

লাজনা ঃ আনোয়ারা খাতুন (৬৪, ২। আমিনা খাতুন (৬০)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— তালিমী পরীক্ষা, ১৯৮২ ইং আগামী ৬ ও ৮ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হইবে। বিস্তারিত প্রোগ্রাম সার্কুলারের মাধ্যমে প্রত্যেক জামাতে বিগত ৫।৭২ তারিখে পাঠানো হইয়াছে।

**মোহাম্মদ খলিলুর রহমান**
সেক্রটারী (তালীম)
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

---

"দোওয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বিরাট শক্তি রাখিয়াছেন। খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার ইলহাম যোগে ইহাই জানাইয়াছেন যে যাহা কিছু হইবার তাহা দোওয়ার দ্বারাই সাধিত হইবে। আমাদের অস্ত্র তো কেবল দোওয়াই। এবং ইহা ব্যতীত অন্য কোন (পার্থিব) অস্ত্র আমার নিকট নাই। যাহা কিছু আমরা গোপনে ও নীরবে খোদাতায়ালার নিকট মাগিয়া থাকি তিনি তাহা বাস্তবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দেন।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

# আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar*